মেহেরপুরের উজুলপুরে বজ্রপাতে কৃষক নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলা উজুলপুরে বজ্রপাতে সুন্নত আলী (৪৫) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।

আজ সোমবার (১ আগষ্ট) সকাল ১০ টার দিকে উজলপুর গ্রামের মাঠে বজ্রপাতে এই নিহতের ঘটনা ঘটে। নিহত সুন্নত আলী একই গ্রামের গ্রামের বকুল মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সকালের দিকে সুন্নত আলী ক্ষেতে কাজ করার উদ্দেশ্যে মাঠে যাচ্ছিলেন । গ্রামের চাঁতালের মাঠ নামক স্থানে পৌছানোর সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হয়। পরে ওই মাঠে একটি কদম গাছের নিচে অবস্থান করেন তিনি। হঠাৎ বজ্রপাত তার মাথার উপর পড়লে সুন্নত আলী আহত হন। আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

দামুড়হুদায় বজ্রপাত ও বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহত-২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা দর্শনা থানার প্রতাবপুর গ্রামের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সোনা মল্লিক (৭০) নামের এক বৃদ্ধ ও বজ্রপাতে একই ইউনিয়নের বুইচিতলা বাজার পাড়ার আলামিন হোসেন (২৫) নামের এক ব্যাক্তির মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার দুপুর ২টার দিকে উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের প্রতাবপুর ও বুইচিতলা গ্রামে পৃথক,পৃথক দুটি দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত সোনা মল্লিক (৭০) ওই গ্রামের মৃত গোপাল মল্লিকের ছেলে ও

আলামিন হোসেন (২৫) একই ইউনিয়নের বুইচেতলা বাজার পাড়ার খলিল উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সোনা মিয়া বাড়ির পার্শ্বের মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করার জন্য বাড়ি থেকে বাহির হয়। নদীতে নামার সময় নতুন ব্রীজের কাজের বিদ্যুৎ লাইনে তার দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন নিয়ে ব্রীজের কাজ করছে। এসময় সোনা মল্লিক গোসলের জন্য নদীতে নামার সময় মাটিতে পড়ে থাকা খোলা তার তার পায়ে জড়িযে গেলে হাতদিয়ে সরানোর সময় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধ সোনা মল্লিক ঘটনাস্থলেই মারা যান।

অপরদিকে দুপুর পৌনে ৩টার দিকে একই ইউনিয়নের বুইচিতলা বাজার পাড়ার খলিল উদ্দিনের ছেলে আলামিন হোসেন (২৫) গ্রামের মাঠে কৃষিকাজ করছিলেন। এসময় আকস্মিক ভাবে বজ্রপাত ঘটলে আলামিন হোসেনের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। মাঠে থাকা লোকজন তার লাশ উদ্ধার করে বাড়িতে নেন।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসান ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন দুই পরিবারের অভিযোগ না থাকায় দুই পরিবারের কাছে লাশ দুটি হস্তান্তর করে দিয়েছি।

মেহেরপুরের রাইপুরে বজ্রপাতে এক ব্যক্তি নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুরে হংকার গাইন (৪০) নামে এক ব্যক্তির বজ্রপাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে একই এলাকার বিলপাড়ার একটি আম বাগানে ঘটনা ঘটে। নিহত হংকার গাইন একই এলাকার মৃত নেঙ্গা গাইন এর ছেলে এবং সে তিনি কন্যার জনক।
পারিবারিক সূত্রে জানাযায়, শনিবার বিকালে বৃষ্টির আগ মূহর্তে বাড়ির পাশে বিলপাড়ার একটি আম বাগানে আম কুড়াতে যায়। এসময় বৃষ্টি চলাকালে বজ্রপাতে ঘটনাস্থালেই সে নিহত হয়।

মেহেরপুরের বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু, আহত-১

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগরে বজ্রপাতে একরামুল হক (৩০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় পলাশ নামের আরো একজন আহত হয়েছেন। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

আজ বুধবার বিকাল ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত একরামুল হক রাজনগর গ্রামের বেলে পাড়ার এনামুল হকের ছেলে এবং পলাশ একই পাড়ার কবির হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে, ঘটনার সময় বৃষ্টির সাথে বজ্রপাতের ঘটনায় একরামুল ও পলাশ আহত হন। খবর মেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের একটি দল তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় একরামুলের মৃত্যু হয়। পলাশকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আরএমও মোখলেসুর রহমান জানান, বজ্রপাতে আহত হয়ে দু জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। একরামুল হক নামের একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। অপরজনকে চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। তিনি সুস্থ আছেন।

চুয়াডাঙ্গার কার্পাসডাঙ্গায় বজ্রপাতে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা গ্রামের মাঠে গত মঙ্গলবার রাতে বজ্রপাতে মৃত কলেজ

ছাত্র জাশিদুল ইসলাম (২৫) এর মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

আজ বুধবার (২২ জুলাই) সকালে গ্রামের শিতল চরা মাঠ থেকে তার ঝলসানো মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত জাশিদুল ইসলাম আরামডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল ওহাব শেখের ছেলে ও দামুড়হুদা ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

স্থানীয়রা জানায়, জাশিদুল মঙ্গলবার সন্ধায় বৃষ্টির সময় গ্রামের পর্শ্ববর্তী শিতল চারা মাঠের বিলে মাছ ধরতে যায়। এরপর সে বাড়ি না ফিরলে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তারা কোনো সন্ধান না পেয়ে ওই রাতেই দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে জানায়। পুলিশ গ্রামের বিভিন্ন মাঠে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান পায়নি।

আজ বুধবার সকালে স্থানীয়রা মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে শিতলচরা মাঠের বিলের ধারে জাশিদুলের ঝলসানো মরদেহ দেখে গ্রামে খবর দিলে তারা মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মেজবাহুর রহমান জানান, পরিবারের লোকজন নিখোঁজের খবর দেওয়ার পর আমরা সারারাত মাঠে খোঁজাখুঁজি করেছি কিন্তু রাতে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ বুধবার সকালে স্থানীয়রা মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে তার ঝলসানো মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে। মঙ্গলবার রাতেই বজ্রপাতে তার মৃতু হয়েছে বলে তিনি জানান।

গাংনীতে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলাগ্রামের একটি মাঠে মহিস চরানোর সময় বজ্রপাতের ঘটনায নৈয়ব আলী (৩০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার বিকেলে এই ঘটনা ঘটে। মৃত নৈয়ব আলী ধানখোলা গ্রামের হানিফ

আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , ঘটনার সময় উত্তর আকাশে কালো মেঘ দেখা দেয়। এর কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয় ভারী বর্ষণ। সাথে প্রচন্ড বজ্রপাত। আধাঘণ্টাব্যাপী ভারী বর্ষণ ও বজ্রপাত চলেছে। এ সময় মাঠে নিজেদের দুটি মহিষ চরাচ্ছিলেন নৈয়ব আলী। বজ্রাঘাতে মাঠেই তার মৃত্যু হয়। পরে পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে যায়।
এমপি ডেস্ক